রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন আজ

মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়ে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ-স্তরের সম্মেলন। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়) সম্মেলনটি শুরু হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন ।

সম্মেলনে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানসহ কমপক্ষে ৭৫টি দেশ ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন।

জাতিসংঘ আয়োজিত এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হলো রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে রাজনৈতিক সমর্থন জোগাড় করা, আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ও মনোযোগ ধরে রাখা, সংকটের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং মানবাধিকারসহ মূল কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা।

সম্মেলনে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের বিষয়টি মূল অগ্রাধিকার হিসেবে উঠে আসবে। অংশগ্রহণকারীরা মাঠপর্যায়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরবেন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ, উদ্ভাবনী, বাস্তবমুখী ও সময়-নির্ধারিত পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব দেবেন।

মুজিবনগর সীমান্তে এক রোহিঙ্গাসহ ১৫ জন পুশব্যাক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে এক রোহিঙ্গহাসহ ১৫ জনকে পুশ ব্যাক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী

বাহিনী (বিএসএফ)।

বুধবার ভোরে তাদের মুজিবনগর সীমান্ত এলাকা থেকে পুশব্যাক করা হয়।

জানা যায়, তারা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে এ সময় ভারতীয় পুলিশ তাদেরকে আটক করে। অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয় তাদের। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কারাগারে জেল খাটার পর বুধবার রাতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ রাতের অন্ধকারে কাঁটাতার পার করে তাদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দেয়।

পার হয়ে আসা ব্যক্তিরা হল পাবনা জেলার চাটমোহর থানার বিশ্বনাথপুর গ্রামের জগতবন্ধু হালদার এর ছেলে শিবাস হালদার (৫০) এবং ছেলে হরিদাস হালদার (২৪), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর থানার হরিশপুর গ্রামের শাহলাল ইসলামের ছেলে সিরাজুল ইসলাম (২০), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নরেন্দ্রপুর থানার আব্দুর রউফ এর ছেলে আক্কাস আলী (২৮), রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার সারেংপুর গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে শাহিন আলী (২৭), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর থানার নরেন্দ্রপুর গ্রামের সাইদুর আলীর ছেলে কাজীব আলী (২৩), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর থানার হরিশপুর গ্রামের বদর আলীর ছেলে আব্দুল্লাহ (২৭), পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানি থানার বালিয়াপাড়া গ্রামের ইসাহাক সিপাই এর ছেলে আজিল সিপাই (৪৫), মায়ানমারের বুতিডং জেলার থাং বাজার থানার মাঝিরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও কক্সবাজার উখিয়া রোহিঙ্গা ১৬ নং ক্যাম্পের এইস ৩ ব্লকের বাসিন্দা আবুল পয়াস এর ছেলে রিয়াজ (২৪)সহ ১৫ জন।

পুশব্যাক হওয়া ব্যক্তিরা জানান, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে বিএসএফ তাদের ১৫ জনকে কাঁটাতার পার করে দিয়ে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয়। তাদের কথাবার্তার মাধ্যমে জানা যায় তাদেরকে ভারতের হৃদয়পুর এবং বাংলাদেশের মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর সীমান্ত বর্ডার দিয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কাঁটা তার পার করে তাদেরকে বাংলাদেশের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

সীমান্ত পার হয়ে এসে তারা মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে। পরে সকালে তারা বিভিন্ন পরিবহনের মাধ্যমে নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলে যায়।

[redacted]

[redacted]

কাজটি করে যাচ্ছে। বিষয়টির আগে পিছে না জেনে এইধরনের মন্তব্য করা রাজনৈতিক নেতাদের উচিত না বলে অভিমত তাদের।

উল্লেখ্য, শুরু থেকেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে সুনাম কুড়িয়েছে বাংলাদেশ। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ফিরিয়ে দেওয়া বিষয়ে যে মোটিভেশন দান সেটাও বেশ সতর্কতার সাথে সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছে সরকার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মূল প্রশ্ন হলো, তারা ফিরে যেতে নিরাপদ বোধ করছে কিনা। তারা যদি নিরাপদ বোধ না করে, তাহলে জোর করে ফেরত পাঠাবে না বাংলাদেশ। কারণ স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও সম্মানের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন চায় ঢাকা।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব) আবদুর রশীদ মনে করেন যখন অনেকগুলো দেশ কোন একটা সমস্যার সাথে যুক্ত তখন কূটনৈতিকভাবে সবগুলো দেশকে নিয়ে সমস্যা মোকাবিলা চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জিং কাজে যখন গতি আসে তখনই আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক দলগুলো যদি অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সেটা তাদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য, সেটা কখনোই দেশের স্বার্থে নয়। তিনি বলেন, বহির্বিশ্বের সাথে কূটনীতি নিয়ে আভ্যন্তরীন রাজনীতিকরা মন্তব্য না করা ভালো না। কিন্তু এরা মনে করে যদি কোন সাকসেস স্টোরি তৈরী হয় তাহলে শাসকদল সেই সুবিধা পাবে। সেই জায়গা থেকে কথা বলতে থাকে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আদৌ সফলতা আসছে কিনা সেটা নিয়ে এখন মন্তব্য করার সময় আসেনি। এইরকম একটা জটিল সমস্যা চট করে সমাধান হয়ে যাবে তা কখনোই মনে করা ঠিক না।

১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার প্রতি মানবিকতা

শুরু থেকেই সীমান্ত খুলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া এবং তাদের তত্ত্বাবধানে অসামান্য ভূমিকা রাখায় সরকারকে ধন্যবাদ দেয় বিভিন্ন আন্তর্তাতিক সংস্থা। ২০২১ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস মিয়ানমারে নৃশংসতা আর নির্যাতন থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ফেরাটা টেকসই করতে মিয়ানমারের সঙ্গে জাতিসংঘের উদ্যোগের বিষয়ে তিনি বাংলাদেশকে আশ্বস্তও করেন।

এদিকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম আশাবাদ ব্যক্ত করে সম্প্রতি বলেছেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ‘পাইলট প্রকল্প’

দ্রুততম সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়িত হবে। দ্রুত প্রত্যাবর্তনে আলোচনার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদানে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগে ‘সক্রিয় ভূমিকার’ জন্য চীনকে ধন্যবাদ জানান।

এক মিলিয়নের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ মানবিকতার এক অনন্য উদাহারণ সৃষ্টি করেছে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টির কংগ্রেস সদস্য এড কেইস সম্প্রতি ক্যাম্প সফর শেষে বলেন, ‘রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে আলাপ করেছি। আলাপকালে রোহিঙ্গারা তাদের খাদ্য সহায়তা কমিয়ে দেওয়া, লেখা-পড়ার ব্যবস্থা, বর্তমান জীবনযাপন নিয়ে কথা বলেছেন। একই সঙ্গে রোহিঙ্গারা তাদের দেশ মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য আমাদের কাছে দাবিও জানিয়েছেন। তিনি রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবিক আচরণের জন্য বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ সামছু-দ্দৌজা বলছেন, রোহিঙ্গাদের থাকার কোন সমস্যা যেন না হয় সেখানে বাংলাদেশ সরকারে কোন ছাড় দেয়নি। প্রত্যাবাসনের বিকল্প নেই। কিন্তু সেখানে এতো সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখছে বাংলাদেশ। এই ছয় বছরে একের পর এক সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশ তার ভূরাজনীতি বিবেচনায় রেখে প্রতিটা সম্ভাবনাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছে। তবে সবসময়ই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে কত পরিকল্পিতভাবে ফেরত পাঠানো যায় সেটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপে ভাসানচরের পথে রোহিঙ্গাবাহী জাহাজ

দ্বিতীয় ধাপে চট্টগ্রাম থেকে নৌবাহিনীর পাঁচটি জাহাজে করে এক হাজার ১৩৪ জনকে নিয়ে নোয়াখালীর দ্বীপ ভাসানচরের পথে যাত্রা শুরু করেছে রোহিঙ্গাবাহী জাহাজ।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় নৌবাহিনীর জেটি থেকে প্রথম জাহাজটি ছেড়ে যায়। এরপর ধাপে ধাপে আরো ৪টি জাহাজ ভাসানচরের পথে ছেড়ে যায়।

জানা গেছে, উখিয়া ও টেকনাফের তালিকাভুক্ত (রেজিস্টার) ক্যাম্প ছাড়া বাকি সব ক্যাম্প থেকেই এবার রোহিঙ্গারা ভাসানচর যাচ্ছেন। উখিয়ার কুতুপালং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮ ডব্লিউ ক্যাম্প থেকেও যাচ্ছে অনেক রোহিঙ্গা পরিবার। উখিয়ার কুতুপালং-৪ নম্বর ক্যাম্প থেকে ২৭ ও কুতুপালং-২ ডব্লিউ থেকে ২৪টি পরিবার ভাসানচরে যাচ্ছে।

এর আগে, গত ৪ ডিসেম্বর প্রথম দফায় এক হাজার ৬৪২ রোহিঙ্গা ভাসানচরে গেছেন।

কোনো বলপ্রয়োগ ছাড়াই রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে যাওয়ার ইতিবাচক মনোভাব দেখে তাদের সেখানে পাঠানোর বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয় সরকার।

তিন বছর পার করলো রোহিঙ্গারা, প্রত্যাবাসনে নেই অগ্রগতি

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় ৩ বছর পার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে বা প্রত্যাবাসনে এখনো কোনো অগ্রগতি নেই। সেবা সংস্থাদের কেউ কেউ বলছেন বর্তমানে প্রাণঘাতী রোগ করোনাভাইরাসের কারণে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া থেমে আছে।

করোনা সংকটেও রোহিঙ্গাদের বিষয়ে আলোচনার কোন ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। অতএব কবে নাগাদ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা নিশ্চিত কোন দায়িত্বশীল সংস্থা বলতে পারছে না।

এদিকে মঙ্গলবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দিবসে উখিয়ার কুতুপালং এলাকায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে কোন মিটিং মিছিল হয়নি বলে জানিয়েছেন

উখিয়া থানার এসআই কামরুল হাসান। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর জাতিগত নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় শুরু করেন রোহিঙ্গারা।

গত ৩ বছরে প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়েছে। এই কমিটি কয়েক দফা বৈঠকের পরেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অগ্রগামী হয়নি। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। সে অনুযায়ী একই বছর ১৯ ডিসেম্বর মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় এলে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়। যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপটি রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। কিন্ত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় কোন অগ্রগতি দেখাতে পারেনি।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে মিয়ানমারকে যাচাই-বাছাই শেষে চার দফায় এ পর্যন্ত প্রায় ছয় লাখ লোকের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে মাত্র ১০ হাজার রোহিঙ্গার নাম যাচাই-বাছাই করেছে মিয়ানমার। সর্বশেষ চলতি বছর ১৮ মার্চ মিয়ানমারের কাছে চার লাখ ৯২ হাজার রোহিঙ্গার তালিকা হস্তান্তর করা হয়। সেই তালিকা হস্তান্তরের পর করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় প্রত্যাবাসনে বাধা হয়ে দাড়ায়।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমারকে চার দফায় রোহিঙ্গা তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য দেওয়া হলেও সে প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমারকে এ তালিকা দ্রুত যাচাইয়ের জন্য তাগিদ দেওয়া হলেও তারা করেনি। চলতি বছরের জুনের শেষ দিকে রাখাইনে নতুন করে সেনা অভিযান শুরু করেছে মিয়ানমার। আরাকান বিদ্রোহীদের দমনে এই অভিযান পরিচালনা করছে দেশটি। বিদ্রোহীদের দমনের লক্ষ্যে আরাকানের ১০ হাজার স্থানীয় বাসিন্দাকে এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কারণে রোহিঙ্গাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

কক্সবাজারস্থ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মো. মাহবুব আলম তালুকদার বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশে সবসময় প্রস্তুত রয়েছে। প্রক্রিয়া দ্রুত শুরুর লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। শুরু থেকে বাংলাদেশ বলে আসছে কোনো রোহিঙ্গা নাগরিককে জোর করে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে না।

দামুড়হুদায় দুই রোহিঙ্গা নারী ও দালাল সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ

ভারতে পাচারের সময় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় দুই রোহিঙ্গা নারী ও দালাল সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- কুতুপালং ৬ নম্বর ক্যাম্পের মাঝি (ক্যাম্পের প্রধান) আমির হোসেনের মেয়ে জুবাইরা খাতুন (২০), বালুখালি ২৬ নম্বর ক্যাম্পের ইসমাইল হোসেনের মেয়ে আনোয়ারা খাতুন (১৮), বরিশাল জেলার বাগদা গ্রামের ফজর আলীর ছেলে জাকির হোসেন (৪২) ও নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে নাফিজ সাদিক (২৫)।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) জাহাঙ্গীর কবির জানান, দুই রোহিঙ্গা যুবতীকে ভারতে পাচার করা হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদার ডুগডুগি বাজারে অভিযান চালায় পুলিশ।

সেখানে একটি ইজিবাইকের মধ্যে থাকা ওই দুই রোহিঙ্গা যুবতী ও দুই দালালকে আটক করা হয়। দামুড়হুদা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ওই দুই যুবতীকে ভারতে পাচার করার জন্য তাদের আনা হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের।

ওসি (তদন্ত) আরো জানান, আটককৃতদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/আরপি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]/ [redacted]